রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১ আশ্বিন ১৪২২ বঙ্গাব্দ/১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বরঃ ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫-২৪৪—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণমন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সৈয়দ মহসিন আলী ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

২। কর্মবহুল জীবনের অধিকারী সৈয়দ মহসিন আলী ছাত্র অবস্থায়ই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি চিফ-ইন-কমান্ড (সি-ইন-সি) স্পেশাল ব্যাচের কমান্ডার হিসাবে সিলেট অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। তিনি সিলেট জেলা ও বিভাগীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের একজন সক্রিয় সদস্য। সৈয়দ মহসিন আলী ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তিনি কখনও বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

৩। সৈয়দ মহসিন আলী তিনবার মৌলভীবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৪। সৈয়দ মহসিন আলী বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মৌলভীবাজার মহকুমা/জেলা রেডক্রিসেন্ট-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি মৌলভীবাজার চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি এবং মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

৫। সৈয়দ মহসিন আলী ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে শ্রেষ্ঠ পৌরসভা চেয়ারম্যান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি তাঁকে 'আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক, ২০১৪' এবং 'হ্যালো কলকাতা' নামক কলকাতাভিত্তিক একটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান তাঁকে ' নেহেরু সাম্য সম্মাননা, ২০১৪' প্রদান করে।

৬। সততা ও আন্তরিকতার জন্য সৈয়দ মহসিন আলী ছিলেন সকল মহলে সুপরিচিত ও সমাদৃত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা ও প্রাণবন্ত একজন মানুষ। সঙ্গীত ও আবৃত্তির প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ, বন্ধুবৎসল ও জনদরদী।

৭। বিশিষ্ট এ নেতার মৃত্যুতে দেশ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, দক্ষ সংগঠক এবং সৎ ও আদর্শবান রাজনীতিবিদকে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

৮। সৈয়দ মহসিন আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩০ ভাদ্র ১৪২২/১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৯। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ৩০ ভাদ্র ১৪২২ / ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণমন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সৈয়দ মহসিন আলী ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

কর্মবহুল জীবনের অধিকারী সৈয়দ মহসিন আলী ছাত্র অবস্থায়ই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি চিফ-ইন-কমান্ড (সি-ইন-সি) স্পেশাল ব্যাচের কমান্ডার হিসাবে সিলেট অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। তিনি সিলেট জেলা ও বিভাগীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের একজন সক্রিয় সদস্য। সৈয়দ মহসিন আলী ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তিনি কখনও বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

সৈয়দ মহসিন আলী তিনবার মৌলভীবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সৈয়দ মহসিন আলী বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মৌলভীবাজার মহকুমা/জেলা রেডক্রিসেন্ট-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি মৌলভীবাজার চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি এবং মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

সৈয়দ মহসিন আলী ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে শ্রেষ্ঠ পৌরসভা চেয়ারম্যান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি তাঁকে 'আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন স্মৃতি স্বর্ণপদক, ২০১৪' এবং 'হ্যালো কলকাতা' নামক কলকাতাভিত্তিক একটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান তাঁকে ' নেহেরু সাম্য সম্মাননা, ২০১৪' প্রদান করে।

সততা ও আন্তরিকতার জন্য সৈয়দ মহসিন আলী ছিলেন সকল মহলে সুপরিচিত ও সমাদৃত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা ও প্রাণবন্ত একজন মানুষ। সঙ্গীত ও আবৃত্তির প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ, বন্ধুবৎসল ও জনদরদী।

বিশিষ্ট এ নেতার মৃত্যুতে দেশ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, দক্ষ সংগঠক এবং সৎ ও আদর্শবান রাজনীতিবিদকে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

মন্ত্রিসভা সৈয়দ মহসিন আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.